দৈনিক ইনকিলাব
2 3 MAR 2007

বোনেরা, ক্ষমা করো আমাদের

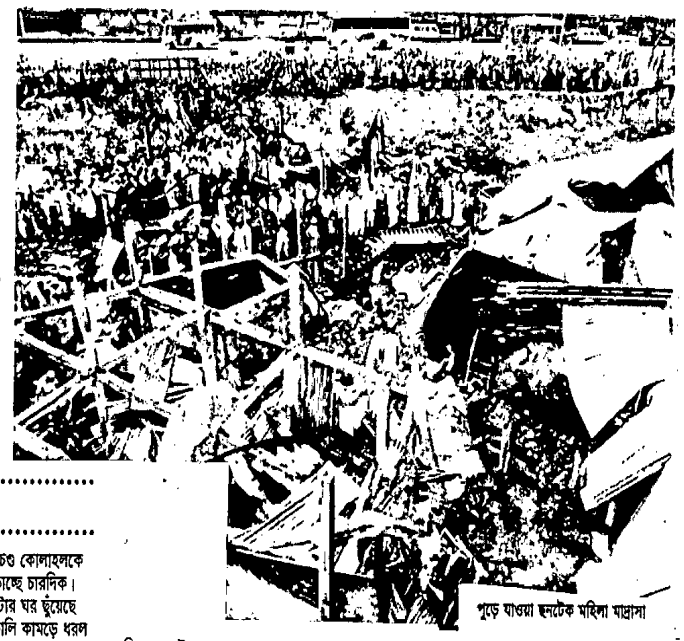

পুড়ে যাওয়া ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা

ছবি : সংগ্রহ

তাজুল ফাত্তাহ

গভীর রাত। শব্দহীন নগরী। দিনের প্রচণ্ড কোলাহলকে তাড়িয়ে রাতের নিস্তব্ধতা দাবড়ে বেড়াচ্ছে চারদিক। সবাই ঘুমে অচেতন। ঘড়ির কাঁটা ৩টার ঘর ছুঁয়েছে মাত্র। হঠাৎ এক খণ্ড লিকলিকে আগুনের ফালি কামড়ে ধরল প্রথম গেট। তারপর দ্বিতীয় গেট। টিনের চালও ছেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। ছড়িয়ে পড়ল চারদিক। এই মাথা থেকে ওই মাথা। উপর থেকে নিচ। ডান, বাম। সব খানেই। আগুন আর আগুন। ক্ষিপ্রগতিতে তেঁতে ওঠা সর্বগ্রাসী আগুনের ঊর্ধ্বে ওঠার গতি যেন হিমালয় পর্বতকেও ছাড়িয়ে যাবে। দুনিয়াতেই তৈরি হয়ে গেল নরক সদৃশ অগ্নিখনির এক মহা আয়োজন। ভেতরে ঘুমিয়ে আছে মহিলা, শিশুসহ শত এতিম। শরীরে আগুন লেগে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে সবার। দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছে তারা জ্ঞানশূন্য হয়ে। প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ময়লা ডোবায়। গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। বাঁচাও! বাঁচাও! আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠছে, আকাশ-বাতাস। তবুও শেষ রক্ষা হল না। কয়েক নিমিষেই কয়লাখণ্ডে পরিণত হয়ে গেল আট-আটটি তাজা প্রাণ। সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেল দেড় যুগ গলদঘর্ম পরিশ্রম করে গড়ে তোলা ঢাকার সবচেয়ে সেরা মহিলা মাদ্রাসাটি। '৭১-এর হানাদারের বিরুদ্ধে সাহসী লড়াকু মাওলানা আঃ রহমানের হাতে প্রতিষ্ঠিত ছনটেকের জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানাটি। এভাবেই জ্বলে-পুড়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় গত ২০০২ সালের ১৬ মার্চে। মাদ্রাসার অফিসকক্ষে বসে নানা বিষয়ে কথা হয় সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা মুখলিসুর রহমান কাছেমীর সঙ্গে। পরে যুগান্তরকে সাক্ষাৎকারটি দেন সে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা আঃ রহমান।

মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য কী?

একজন আদর্শ মা হওয়ার জন্য কোরআনি জ্ঞান অপরিহার্য। একজন আদর্শ মা-ই একটি জাতি উপহার দিতে পারে। আমরা আদর্শ মা বানাতে চাই। গড়তে চাই একটি আদর্শ জাতি। সে লক্ষ্যেই আমাদের এই তিলে তিলে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান।

কতটুকু সফল হলেন?

অভিভাবকরাই ভালো বলতে পারবেন।

ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা কতজন?

বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ৩৩০ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী ৩০ জন।

পরস্পরে পর্দার বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করেন?

ভেতরে শিক্ষিকারা ক্লাস করান। আর বাইরে নির্দিষ্ট আসনে বসে ক্লাস করান শিক্ষকরা। পর্দার দিকে লক্ষ্য করেই আমরা সাতজন শিক্ষকের স্ত্রীদেরও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। স্ত্রীরা ভেতরের যে কোন বিষয়ে স্বামীদের জানান। আমরা পরামর্শ করে ব্যবস্থা নিই।

প্রতি মাসের কিছু সময় তো মেয়েদের অনেক ইবাদত নিষিদ্ধ। তখন আপনারা কিভাবে...?

কোরআন পড়া নিষেধ, ছোঁয়া নিষেধ। তবে হাদিস পড়া, কোরআন শোনা এগুলো নিষেধ নয়। তাই অন্যের দ্বারা কোরআন শোনানোর মাধ্যমে শেখানো হয় তখন।

কেউ চাপের মুখে যদি...?

না। আমরা চাপাচাপি করতে যাব কেন? এর কোন মানেই হয় না।

অনেক সময় পত্রিকায় পড়ি, ছাত্রী নিয়ে শিক্ষক উধাও বা এ জাতীয় অনেক তিক্ত সংবাদ— আপনাদের অবস্থা কী?

না, এরকম কোন দুর্নাম আমাদের নেই। ঘটেওনি কোনদিন। আপনি তো পত্রিকার লোক আমাদের সম্পর্কে কিছু শুনে থাকলে বলুন?

পত্রিকায় যে পড়ি?

অন্য কোথাও কিছু ঘটে থাকলে আমরা ভাবাবদিহিতা করব কেন? তাদের জিজ্ঞেস করুন। আর শুনুন, আমরা তো মানুষ। ফেরেশতা নই। ভুল-ভ্রান্তি কিছু থাকাই স্বাভাবিক। আপনাদের কোন ভুল হয় না এরকম দাবি করতে পারবেন?

এক ঝটকায় আপনার ছাত্রীদেরও জাতীয় মসজিদের সামনে আন্দোলনরত দেখেছি। তা কেন?

কোরআন অবমাননা ও রাসূল (সাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে সারাবিশ্বেই আন্দোলনের ঝড় বয়েছে। পুরুষ, নারী সবাই করেছে। এই এলাকার মেয়েরাও একবার গেল। তখন আমরা দেশের শীর্ষস্থানীয় ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের পরামর্শে কিছু ছাত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। তারা শুধু ফেস্টুন, ব্যানার ও প্লাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। একবারও স্লোগান দেয়নি। বোরকা, হাতমোজা, পামোজা তো সব সময়ই ছিল। শরিয়তও এটাকে সায় দেয়। আর আপনারা দেখেছেনও মাত্র একবারই।

আপনি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ভারত থেকে ট্রেনিং শেষ করে সরাসরি যুদ্ধে শরিক হই হোমনায়। তুমুল যুদ্ধ, চারদিকে গুলি আর গুলি। আমার প্রিয় চারজন সঙ্গীকে হারিয়েছি এ যুদ্ধে। হোমনাতেই হয়েছে সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ। এমনকি দীর্ঘ ১৬ দিন পরে মুক্ত হয় আমাদের এলাকা।

আবার মাদ্রাসা প্রসঙ্গে আসি। কিভাবে আগুন লাগল?

তখন আমার বাসা ছিল মাদ্রাসার পাশেই। হঠাৎ বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় আমার। দ্রুত ঘরের বাইরে এসে দেখি মাদ্রাসার গেটে, চালে, টিনের বেড়া সর্বত্র আগুন। দশ-পনের হাত ছাড়িয়ে যাবে আগুনের লিকলিকে জিহ্বা। আমি জ্ঞানশূন্য। দৌড়ে মাদ্রাসার পেছনে চলে গেলাম। ওদিকটায় অনেকগুলো এতিম সন্তান থাকে। আগুনের মাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম উদ্ধার কাজে। বের করে আনলাম কয়েকজনকে। তবুও সফল হলাম না। চোখের সামনেই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেল ২০ বছর সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা এ বিশাল মাদ্রাসাটি। কয়লা হয়ে গেল আটটি তাজা প্রাণ। হারালাম আমার সবই।

কি পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে আপনাদের

প্রায় অর্ধকোটি টাকার।

কে আগুন দিয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

কাউকে দেখিনি আমরা আগুন দিতে। তবে...।

'তবে' মানে?

এমন কিছু আলামত আমরা পেয়েছি, যা দেখে এটা যে একটা নাশকতা আমরা বুঝতে পারছি। যেমন ধরুন ওই রাতে এলাকায় এমন একদল যুবক এসেছিল, আগুন লাগার সময়ও এলাকায় ছিল তারা। যাদের এলাকার কেউ আগে কোনদিন দেখেনি। আবার আগুন প্রথমে মাদ্রাসার গেটে, দরজায় লাগে তার পর লাফ দিয়ে আগুন টিনের চালের ওপর ছেয়ে যায়। অথচ একদল লোক বলে আগুন নাকি বিদ্যুতের সার্কিট থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে সার্কিট সবকিছু জ্বলে যাওয়ার পরও অক্ষত ছিল। এর দ্বারা বোঝা যায়, আগে তৈলাক্ত কিছু ঢালা হয়েছিল, পরে দেয়া হয়েছিল আগুন এবং অগ্নিকাণ্ডের আগে বিকট কিছু ফোটার আওয়াজ পেয়েছিল অনেকেই। তখন মামলা করেছিলাম আমরা। সে মামলা তুলে নেয়ার জন্য বহুবার ফোনে হুমকি দেয়া হয়েছে আমাদের। এখনও পাই।

মামলার খবর কী?

সিআইডিতে আছে বর্তমানে। পাঁচ বছর হল বিচার এখনও পাইনি। কোনদিন পাব কিনা তাও জানি না। কথা বলতে গেলেই তারা টাকা চায়। আমরা টাকা দেব কোত্থেকে।

কারা মাদ্রাসার জায়গা দখল করতে চায়?

সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন, মন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীসহ আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এখানে মার্কেট বানাতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না শুধু মাদ্রাসার কারণে। কিছুদিন আগে আমরা জায়গার কাগজপত্র সব ঠিক করে ফেলেছিলাম। সাবেক প্রধানমন্ত্রীও অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সাবেক এমপি সালাহউদ্দিনের ক্ষমতার দাপটের সামনে সবকিছু ভেস্তে যায়। জায়গাটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা?

বেশ কয়েকটা স্মরণিকা বের করেছি। সরকার যদি জায়গার সমস্যা সমাধান দিয়ে দিত তাহলে স্মৃতিস্তম্ভ করারও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।